BMS : QA

Created	@January 26, 2023 6:35 PM
Last Edited Time	@February 1, 2023 5:24 PM
By	
Email	

বঙ্গভঙ্গ

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ উদ্যেগ, ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, “পূর্ববঙ্গ(ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী) ও আসাম”, রাজধানী ঢাকা

কারন:

- প্রশাসনিক - সুবিধা ও শাসনব্যবস্থা ভালো করা, বাংলা প্রেসিডেন্সি অনেক বড় হওয়ার একজন গভর্নর তা পরিচালনা করতে না পারা
- রাজনৈতিক
    - কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ (কলকাতা কেন্দ্রিক)
    - কংগ্রেসের শক্তি দূর্বল করা
    - বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করা
- অর্থনৈতিক - সবকিছু কলকাতা কেন্দ্রিক, হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য দূর করা, পূর্ববাংলার মুসলমানরা তাই আলাদা চাই
- সামাজিক - মুসলমানরা শোষিত ও বঞ্চিত হয় , হিন্দুদের প্রতি উদার মুসলমানদের প্রতি বৈরী আচরন, তাই মুসলমানরা সমর্থন দেয়
- ধর্মীয় কারন

প্রতিক্রিয়া:

- মুসলমান : বঙ্গভঙ্গ পক্ষে, শোষন থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক ভালো স্বাবলম্বী হতে পারবে, ঢাকা কেন্দ্রিক সবকিছু, তবে কিছু কংগ্রেসপন্থী মুসলিম রাজনীতিবিদ এর বিরোধীতা করেছিল
- হিন্দু : বিপক্ষে, “বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ”, “হিন্দুদের অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে - সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী”, প্রতিবাদী হয়ে উঠে, বঙ্গভঙ্গ-এর প্রথম বার্ষিকীতে কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস পালন করে,

রদ: ১৯১১ সাল

……

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২৩ই মার্চ, মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন, মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উপস্থাপন করেন, “পাকিস্তান প্রস্তাবে” রূপান্তর হয়

বৈশিষ্ট্য

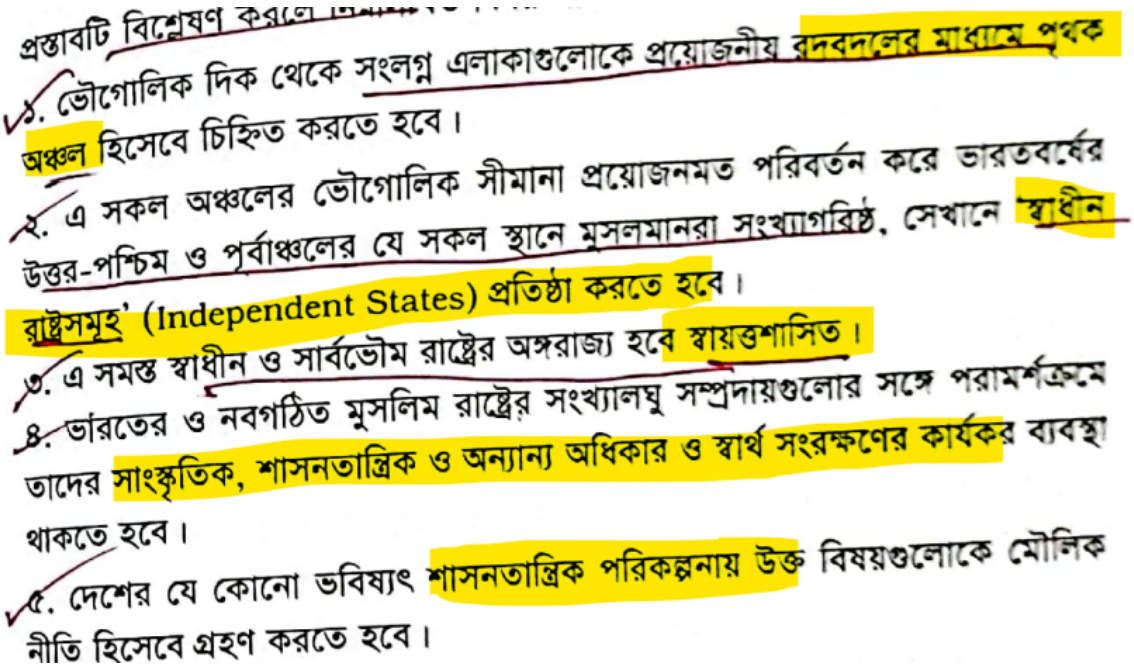

প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে প্রয়োজনীয় রদবদলের মাধ্যমে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

২. এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ সমস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. দেশের যে কোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কেন শেরে বাংলা লাহোর প্রস্তাব উথল্পাপন করেছেন ?

কারণ তিনি মনে করেছিলেন

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালি মুসলমানদের কাছে আসবে
- কোন কেন্দ্রীয় কতৃত্ব থাকবে না

সোহরাওয়ার্দী মনে করেছিলেন

- প্রত্যেক প্রদেশে উপযোগী শাসন তৈরী হবে
- প্রদেশগুলো সার্বোভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে
- মুসলিম লীগ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করবে

পরে লাহোর প্রস্তাবের সাথে দ্বিজাতি তত্ত্ব যুক্ত করা হয়।

দ্বিজাতি তত্ত্ব

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ, মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, মুসলিম জাতীয়তবাদ, "হিন্দু-মুসলিম কখনো একটি জাতি হতে পারে না... ধর্ম ভিন্ন ... সংস্কৃতি ভিন্ন ... ... "

দ্বিজাতি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

দ্বিজাতি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্মে তা বর্ণনা করা হল।

- মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব
- হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দের সমাধান
- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি
- ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ
- সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্তি
- দুটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক জাতি সৃষ্টি
- মুসলমানদের ধর্মীয় এক্য বৃদ্ধি
- স্বতন্ত্র আবাসভূমি
- মুসলমানদের জাতীয় নেতৃত্বের বিকাশ

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট *দ্বিজাতি* তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র আলাদা হয়।

- ১৯৪৮ সালের ২৩ই ফেব্রুয়ারী গনপরিষদ অধিবেশ হয়

    - প্রধানমন্ত্রী : লিয়াকত আলী খান
    - পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যামন্ত্রী : খাজা নাজিমুদ্দীন
- ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান নিহত হন
- খাজা নাজিমুদ্দীন তখন প্রধানমন্ত্রী হন
- ৫৬% বাংলা ভাষী মানুষ

ভাষা আন্দোলন

ইতিহাস

- ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা **চৌধুরী খালেকুজ্জামান** এবং জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য **ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ উর্দু রাষ্ট্রভাষা** করার দাবী করেন
- ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, লেখক, বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন
- ১৯৪৭ সালের জুলাই “গণআজাদী লীগ” সংগঠন তৈরী এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করেন
- ঢাবির অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে “তমুদ্দীন মজলিশ”, পরে “রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ” গঠিত হয়
- ডিসেম্বরের প্রথম দিকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব গৃহীত হয়, করাচীতে
- ৬ ই ডিসেম্বর প্রতিবাদ হয়
- ১২ই ডিসেম্বর বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ
- ১৩ই ডিসেম্বর সচিবালয়ে ধর্মঘট পালন

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

- বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ
- অসম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ : “দ্বিজাতি-তত্ত্বের” সংশয় তৈরী হয়, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বাড়ে
- রাজনৈতিক নতুন মেরুকরণ :

    - মুসলিম লীগের চারটি উপদল ছিল। একটি কট্টর উর্দুপন্থী(নাজিমুদ্দীন-আকরাম খান গ্রুপ) এবং বাকি তিনটা বাংলার পক্ষে (সোহরাওয়ার্দী, এ.কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী গ্রুপ)। বাকি তিনটি বেরিয়ে এসে "আওয়ামী মুসলিম লীগ" প্রতিষ্ঠা করে।
    - মুসলিম থেকে বেরিয়ে আসা প্রগতিশীল গনআজাদী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস (বাংলার পক্ষে)
- রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের বিদায় : ১৯৫৪ সালের ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মাত্র ১০টি আসন পায়
- জনগনের অংশগ্রহন
- বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি
    - ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার সুপারিশ পাস হয়
    - ২১ ফেব্রুয়ারী শোক দিবস ও শহীদ দিবস ঘোষনা করা হয়
    - ১৯৫৬ সালের সংবিধানে অন্তভুর্ক্ত করা হয়
- **বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশ :** সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা, হাসান হাফিজুর রহমান , শামসুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক প্রভৃতি সাহিত্য ও কাব্য নিয়ে আসেন, আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথা ও আলতাফ মাহমুদের সুরে "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো", একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সাহিত্য ও কাব্য, উর্দু ও পাকিস্তানী সাহিত্য নির্বাসিত হয়
- শহীদ মিনার তৈরী
- মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি : ১৯৯৯ সালের ২৬ই নভেম্বর

বঙ্গবন্ধুর অবদান

- ১৯৪৭ এর ২১ দফা দাবির দ্বিতীয়টি ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা, এই ইশতেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। ("রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতেহার-ঐতিহাসিক দলিল " নামের বই প্রকাশ হয়)
- ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলির 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' ছিল সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মিলনকেন্দ্র। শেখ মুজিব, শওকত আলী, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ নেতা ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রাণশক্তি।
- ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তমুদ্দিন মজলিসের আহ্বানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ওইদিন মিছিলের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।
- ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হলে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু

- ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ হরতাল পালিত হয়, ঐদিন নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু
- ১৯৫২ সালে তিনি কারাগারে ছিলেন, তবুও জেল থেকে বসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দিকনির্দেশনা দিতেন

- তমুদ্দীন মজলিশ
    - সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
    - ১৯৪৭ সালের ২ই সেপ্টেম্বর
    - ঢাবির অধ্যাপক আবুল কাশেম
    - পুস্তিকা : "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" (প্রথম)
        - আবুল কাশেম
        - কাজী মোতাহের হোসেন
        - আবুল মনসুর আহমেদ
    - "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়

মৌলিক গনতন্ত্র

"মৌলিক গণতন্ত্র হল এমন এক ধরণের সীমিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের পরিবর্তে কিছু সংখ্যক নির্ধারিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের করা হয়।"

- আইয়ুব খান শাসনামলে
- একটি স্থানীয় সরকার পদ্ধতি।
- ১৯৫৯ সালে জারি করেন
- তৃণমূল পর্যায়ে গনতন্ত্র ছড়াতে

কাঠামো : চার স্তর

- **ইউনিয়ন :**
    - ৫-৮ টি গ্রাম
    - সর্বনিম্ন স্তর
    - একজন চেয়ারম্যান এবং প্রায়শ ১৫ জন সদস্য

    - ২/৩ নির্বাচিত এবং ১/৩ মনোনীত
- **থানা কাউন্সিল**
    - ইউনিয়ন ও জেলার সমন্বয়কারী
    - দ্বিতীয় স্তর
    - সভাপতি মহকুমা প্রশাসক
- **জেলা কাউন্সিল**
    - তৃতীয় স্তর
    - একজন চেয়ারম্যান ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা
    - সংখ্যা ≤ ৪০
- **বিভাগীয় কাউন্সিল**
    - সর্বোচ্চ স্তর
    - ৪৫ জন নিয়ে
    - বিভাগীয় কমিশনার = বিভাগীয় কাউন্সিলরের চেয়ারম্যান

অপারেশন সার্চলাইট

- ১৯৭১ সালের ২৫ই মার্চ
- নীলনকশা করেন **রাও ফরমান আলী** এবং **খাদিম হুসাইন রাজা**
- ইয়াহিয়া খান আওয়ামীলীগের কর্মকর্তাদের গনহারে হত্যা করা বাতিল করে দেন
- ২৫ই মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক ইতিবাচক ছিল না
- পাঁচ পৃষ্টার পরিকল্পনা - লেখেন রাও ফরমান আলী
- ঢাকায় নেতৃত্ব - রাও ফরমান আলী, বাকিগুলাতে - খাদিম হুসাইন রাজা
- ইত্তেফাক, সংবাদ ও দি পিপলস অফিসে আগুন
- পিলখানা, রাজারবাগ আক্রমন
- ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলের শিক্ষার্থী সাথে ৯ জন শিক্ষক নিহত
- **কর্নেল জেড এ খান ও মেজর বিল্লাল** গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে, ৩ দিন পর নিয়ে যাওয়া করাচিতে , এক সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রেফতারের বিষয় গোপন করেন
- রেডিও-টিভি, টেলিগ্রাফ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বন্ধ, বিদেশী সাংবাদিকদের দেশ ত্যাগে বাধ্য

- তিনজন বিদেশী সাংবাদিক লুকিয়ে থাকে - আনল্ড জেটলিন, মাইকেল লরেন্ট, সাইমন ড্রিং

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- গ্রেফতার করে **মেজর বিল্লাল ও কর্নেল জেড এ খান**
- ১৯৭১ সালের ২৫ই মার্চ দিবাগত রাতে
- দেশে ফিরার প্রক্রিয়া শুরু হয় **২৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১**
- প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেই গিয়ে কারাগারে সাক্ষাৎ করেন
- **আট জানুয়ারী** উড়োজাহাজ করে **লন্ডনে** পৌছাঁন, **এডওয়ার্ড হিথের** সঙ্গে বৈঠক
- **দশ জানুয়ারী লন্ডন থেকে দিল্লী,** ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকার
- **১০ জানুয়ারী** বাংলাদেশে ফেরেন
- নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, লুকিয়ে রাজনীতি পছন্দ করেন না
- **বেলা □□৪১** মিনিটে ঢাকায় আসেন
- রেসকোর্স ময়দানে
- কমেট বিমানটি **৪৫ মিনিট** আকাশে চক্রকারে ঘুরে

৬ দফা

- ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী, লাহোরে, বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে ৬ দফা দাবী তুলেন
- ৬ই ফেব্রুয়ারী তাকে **বিচ্ছিন্নতাবাদী** হিসাবে চিহ্নিত করায় সম্মেলন বর্জন করেন
- ১৮ই মার্চ **"আমাদের বাঁচার দাবি : ৬ দফা কর্মসূচি"** পুস্তিকা
- ১৩ ই ফেব্রুয়ারীও তা প্রকাশ করা হয়
- ২৩ই মার্চ ছয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে উথলাপন করা হয়
- ৭ই জুন ছয় দফা দাবী দিবস

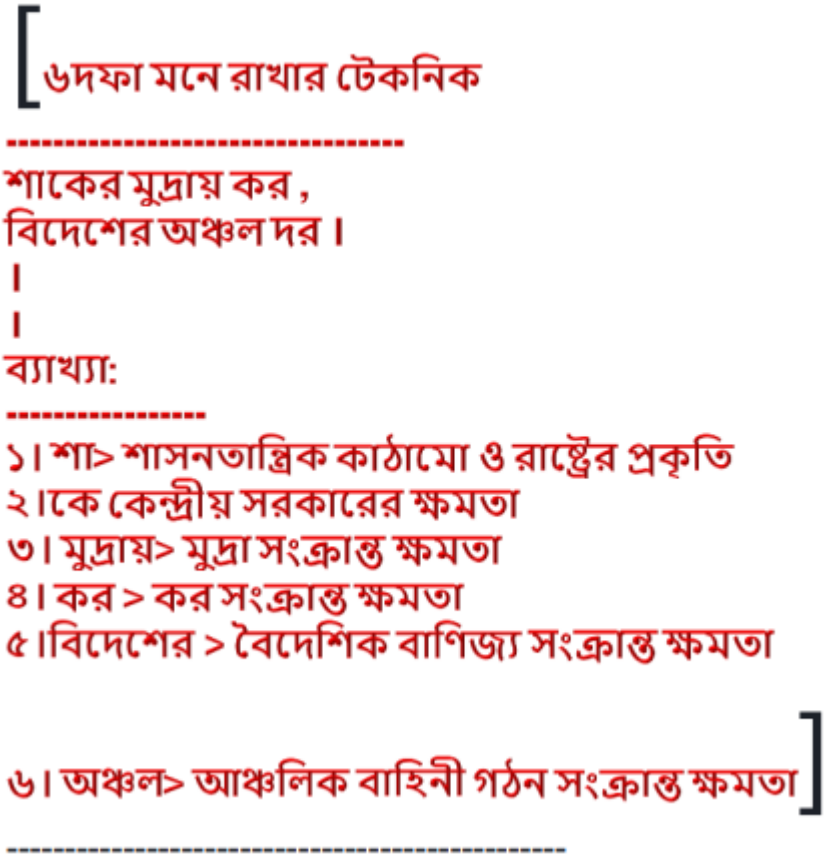

৬ দফার মধ্যেই স্বাধীনতা বীজ নিহিত ছিল

- **ম্যাগনা কার্টা** বা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ
- ৬ দফা ব্যাপক সমর্থন পায়
- **১৯৬৬ সালের ৮ই মে** নারায়নগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে **গ্রেফতার** করা হয়
- **৭ই জুন** মুক্তি ও ৬ দফা দাবিতে **হরতাল**
- হরতালে গুলি চালায় ঢাকার **তেজগাঁওয়ে ১১ জন** এবং **নারায়ণগঞ্জে ২ জন** (সফিক ও শামসুল)
- সন্ধ্যায় **কারফিউ** এবং হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়
- আগরতলা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ধ্বংস করতে চাইছিল সাথে ছয় দফা আন্দোলন ভেস্তে যাবে - আইয়ুব সরকার
- আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে
- ১৯৬৯ এ গণঅভ্যুত্থান

- গণআন্দোলন মুখে আইয়ুব প্রত্যাহার করে, ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসে
- ইয়াহিয়ার আমলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়
- পরে ……. মুক্তিযুদ্ধ শুর হয়

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

- ১৯৫৩ সালের ৪ই ডিসেম্বর গঠিত হয়
- ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে **মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত** করার লক্ষ্যে সমন্বিত রাজনৈতিক দল
- আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল
- প্রধান নেতা ছিলেন: মাওলানা ভাসানী, একে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- **২১ দফার নির্বাচনী ইশতেহার** প্রকাশ করে
    - বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা
    - জমিদারী প্রথা ও খাজনা মধ্যস্থতা বাতিল করা
    - পাট ব্যবসা জাতীয়করন ও মজুরি
    - কৃষি ও কুটির শিল্প
    - লবন কেলেঙ্কারী তদন্ত
    - বাস্তুহারাদের পূনবাসন
    - সেচ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ
    - শিল্পায়িত ও শ্রমিকদের অধিকার
    - প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি
    - পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ব্যবধার দূর করা
    - বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান
    - প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ, মন্ত্রিদের বেতন সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা
    - ঘুষ, দূর্নীতি, ১৯৪০ এ অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা
    - নিরাপত্তা কর্মীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা
    - শাসন বিভাগ ∩ বিচার বিভাগ = NULL

    - শহীদ মিনার
    - একুশে ফেব্রুয়ারী
    - লাহোর প্রস্তাব
    - নির্বাচনের ৬ মাস আগে পদত্যাগ, নিরপেক্ষ নির্বাচন
    - আইনসভার শূণ্য আসন ৩ মাসের মধ্যে পূরন
- যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা, মুসলীগের হারিকেন
- যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে (২২২/২২৩টি আসন)
- মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে
    - নেতৃত্ব দেয়: শেরে বাংলা
- মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় তা ভেঙ্গে দেয়

মুজিবনগর সরকার

- মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননকে নামকরণ করা হয় মুজিবনগর
- ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত এবং “বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা আদেশ”
- শপথ ১৭ই এপ্রিল
- শপথ পাঠ করান : অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- কাঠামো : ৬টি পদবী
    - রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু
    - উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
    - প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ
    - অর্থমন্ত্রী : এম মনসুর আলী
    - স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রী: এ এইচ এম কামরুজ্জামান
    - পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- উদ্দেশ্য: মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বাংলাদেশের প্রতি জনমত সৃষ্টি করা
- সচিবালয় স্থাপন করা হয় : কলকতার থিয়েটার রোডে
- ১২ টি মন্ত্রণালয় ছিল
- গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিশেষ দূত, দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

- ১১ টি সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স (এস, কে, জেড) ভাগ করা
- সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা → মুক্তিফৌজ / মুক্তিযোদ্ধা
- মন্ত্রণালয়
    - প্রতিরক্ষা :
        - স্বসস্ত্র বাহিনীর প্রধান : কর্ণেল এম ও জি ওসমানী
        - চিফ অব স্টাফ : কর্নেল আবদুল রব
        - বিমান বাহিনীর প্রধান : এম এ খন্দকার
    - পররাষ্ট্র
    - অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য
        - বাজেট প্রণয়ন, হিসাব
        - আর্থিক শৃঙ্খলা
        - রাজস্ব ও শুল্ক আদায়
        - “বাংলাদেশ ফান্ড” নামে তহবিল গঠন করে
    - তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
        - বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ
        - পত্রিকা, খবর, লিফলেট, পুস্তিকা
        - মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ
    - স্বরাষ্ট, ত্রাণ ও পূনর্বাসন
        - শরনার্থী শিবির ও দেশের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্টা
    - স্বাস্থ্য ও কল্যান মন্ত্রণালয়
        - স্বাস্থ্য সচিব: ডা: টি হোসেন
        - সীমান্তে সামরিক হাসপাতাল গড়ে তোলা

১৯৭০ সালের নির্বাচন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছিল যেভাবে -

- ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাসঘাতকতা

    - বিজয়ী আওয়ামী লীগলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গঠনে অস্বীকৃতি
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত
    - ইয়াহিয়া খান ৩ রা মার্চ অধিবেশন বসবে বলে হঠাৎ তা স্থগিত করে দেয়
    - ফলে সবাই বিক্ষোভে ফেটে পরে
- বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা
- পতাকা উত্তোলন
    - ২ মার্চ, ১৯৭১ সালে ঢাবিতে
- সারাদেশে হরতাল
    - ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল
    - রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের শপথ
- অসহযোগ আন্দোলন
    - ১৯৭১ সালের, ৩রা মার্চ
    - “মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব”
- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন
- শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার
    - শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের নীলনকশা পূর্ব-পাকিস্তান বুঝতে পেরেছিল

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

- জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সমর্থন দান
    - বাংলাদেশী নেতা, সামরিক কর্মী ইত্যাদিদের আশ্রয়দান
    - প্রবাসী সরকার গঠনে সহায়তা
- জনসমর্থন ও সহযোগিতা
    - সহায়তা, আশ্রয়, জনমথ, জাতিসংঘের সমর্থন
    - “বাংলাদেশ সেবা সংঘ” গঠন
- শরনার্থীদের আশ্রয় প্রদান
- মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং

    - জুন থেকে নভেম্বর
    - র এর অধীনে “মুজিব বাহিনী” গঠন
- কুটনৈতিক সহযোগিতা
    - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি কিসিঞ্জার মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলে ভারত তা প্রত্যাখ্যান করেন
    - সোভিয়েত ইউনিয়ন
    - মস্কো-দিল্লী চুক্তি, রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি
- সামরিক অভিযান
    - সেপ্টেরম্বরে ভারতীয় এক সেনাবাহিনী দল প্রেরণ
    - তিনটি সৈন্যবহর সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন
        - দুইটি সপ্তম
        - একটি নবম
- স্বাধীনতার স্বীকৃতি
    - ৬ই ডিসেম্বর ভারত
    - ৭ই ডিসেম্বর ভূটান
    - ভারত কে অনুসরণ করে আরো অনেক দেশ …

১৯৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান

কারণ

- সামরিক শাসন
    - আইয়ুব খানের আমলে
    - গণতন্ত্র বাদ দেওয়া
    - বাংলা বর্ণ, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীতে আঘাত
    - সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানানো
- মৌলিক গনতন্ত্র
    - ১৯৫৯ সালে

    - সর্বজনীন ভোটাধিকার পরিবর্তে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিন নির্বাচন
    - বাতিলের দাবী → গণঅভ্যুত্থান
- বৈষম্যনীতি
    - উন্নয়ন ব্যয়
        - ইসলামাবাদের জন্য ২০ কোটি
        - ঢাকার জন্য ২ কোটি
    - শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরীতে বৈষম্য
- পাক-ভারত যুক্ত ও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য
    - ১৯৬৫ সালে
    - পশ্চিম পাকিস্তানে সীমান্ত সেনা মোতায়েন হলেও পূর্ব-পাকিস্তানে হয়নি
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
    - ১৯৬৮ সালের ৩ই জানুয়ারী → বাংলাদেশী আলী রেজা এবং ভারতীয় ইন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের বিগ্রেডিয়ার মেনন বৈঠক
    - শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে তিনি সহ মোট ৩৫ জনকে মামলা
    - পেটুয়া বাহিনী দিয়ে বিক্ষোভ দমন
- ছাত্রনেতা, আসামী ও শিক্ষকের মৃত্যু
    - ১৯৬৯ সালের ২০ই জানুয়ারী ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের নেতা **আসাদুজ্জামান** নিহত হয়
    - ১৫ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা
    - ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাবির প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা

এল.এফ.ও

- লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার
- ১৯৭০ সালের ৩০ই মার্চ, ইয়াহিয়া খান
- ভিত্তি: “আইয়ুব আমলের অস্থিতিশীলতা দূর করে, দেশে গনতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে”

- ১৯৭০ সালের নীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল
    - ৩০০ টি আসন
        - পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ আসন
        - পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮ আসন
    - ১২০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন প্রণয়ন, নয়তো নতুন নির্বাচন দেওয়া
    - এক ইউনিট পদ্ধতি বাতিল করা *(এক ইউনিটের আওতায় পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একত্রে একটি প্রদেশ গণ্য করা হত)*
    - ১৯৭০ সালের নির্বাচনে
        - পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে (২ টি আসনে হারে শুধু)
        - পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে
        - নতুন আইনসভা বয়কট করে → উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় → ইয়াহিয়া খান আইনসভা স্থগিত করে → পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ শুরু হয় → ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তা রূপ নেয়

১৯৫৬ সালের সংবিধান

বৈশিষ্ট্য:

- ইসলামী প্রজাতন্ত্র
    - মুসলিম ছাড়া কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না
    - আল-কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন পাস হবে না
- জনগনেই সকল ক্ষমতার উৎস
- সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার ব্যবস্থা
    - কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- মৌলিক অধিকার

- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন
  - কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং দুই প্রদেশে দুইটি সরকার
  - কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার বিরোধ সুপ্রিম কোর্ট মীমাংসা
  - সংবিধান বিরোধী কোন আইন সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষনা করতে পারবে
- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
  - ৩০০ টি আসন এবং ১০টি মহিলা আসন
- প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন
  - সংবিধানের অধীনে উভয় প্রদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত স্বায়ত্ত্বশাসন দিবে
- সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা
- রাষ্ট্রভাষা
  - উর্দু ও বাংলা
- লিখিত দলিল
  - ১ টি প্রস্তাবনা
  - ১৩ টি অংশ
  - ২৩৪ টি অনুচ্ছেদ
  - ৬ টি তফসিল
  - ১০৫ পৃষ্টা

ব্যর্থতা

- কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ
- সুষ্টু নির্বাচনের অভাব
- আঞ্চলিকতা
  - পূর্ব বাংলাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখত পশ্চিম পাকিস্তান
- পদস্থ কর্মকর্তাদের অভাব
- ইস্কান্দর মির্জার ক্ষমতা লিপ্সা
- নেতৃত্বের অভাব
- আমলাদের মনোভাব

- ক্ষমতার কারনে এনং নেতৃত্বের অভাবে আমলারা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠে
- রাজনীতিতে অনুচিত হস্তক্ষেপ করে

বিশ্লেষনের সুবিধার্থে : "….সংসদ ব্যবস্থাকে দূর্বল করে ফেলে", "…সংসদীয় ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে", "…সংসদ ব্যবস্থাকে ব্যর্থতা পেয়ে বসে", "…সংসদীয় ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পরে"

→ এই সংবিধান ছিল পাকিস্তান স্বার্থবাদী সরকারের ভেলকিবাজি। বাস্তবে কোন স্বায়ত্ত্বশাসন প্রবর্তিত হয়নি।

১৯৬২ সালের সংবিধান

- আইয়ুবী সংবিধান

বৈশিষ্ট্য

- ৫৬ এর প্রায় সবই
- প্রজাতন্ত্র
  - পাকিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করা হয়
  - "পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসন্তন্ত্র" (Pakistan Republican Constitution)
  - রাষ্ট্রপ্রধান ছিল প্রেসিডেন্ট
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
  - ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত
- মৌলিক গনতন্ত্র
  - নির্বাচন মৌলিক গনতন্ত্র দ্বারা গঠিত "নির্বাচকমন্ডলী" দ্বারা প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের সদস্যদের নির্বাচন করা হয়

ব্যর্থতা

- রাষ্ট্রপতির বিপুল ক্ষমতা
  - প্রভুত ক্ষমতার মালিক হন
- আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন
  - শাসন বিভাগকে আইন বিভাগ তদারকীর দায়িত্ব

- রাজনীতি নির্ভরশীলতা
    - জাতীয় পরিষদের সদস্যরা নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলে
- ভোটাধিকারে অস্বীকৃতি
- মৌলিক অধিকার অস্বীকৃতি
- অর্থনৈতিক বৈষম্য
- অগনতান্ত্রিক শাসন
- সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাব

১৯৭২ সালের সংবিধান

- ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান প্রণয়ন
- ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গনপরিষদ চূড়ান্তভাবে গঠন করে
- ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়

বৈশিষ্ট্য:

- রাষ্ট্রপরিচালনার আদর্শ ও মূলনীতি
    - জাতীয়তাবাদ
    - সমাজতন্ত্র
    - গনতন্ত্র
    - ধর্মনিরপেক্ষতা
- মৌলিক অধিকার
- লিখিত সংবিধান
- দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান
- সর্বোচ্চ আইন
    - জনগন ক্ষমতার মালিক
    - জনগনের ঐ ক্ষমতা শুধু সংবিধানের অধীনে পরিচালিত হবে
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা

- এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা
- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা
- নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপতি
    - নামমাত্র
    - সংসদ সদস্যা কতৃক পাঁচ বছরের জন্য
- সর্বজনীন ভোটাধিকার সংবিধান
- ন্যায়পাল পদের প্রবর্তন
    - সরকারি কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত আইনি অভিযোগ শ্রবন ও তদন্ত করার জন্য